হার্জের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

জাদু হ্রদের দৈত্য

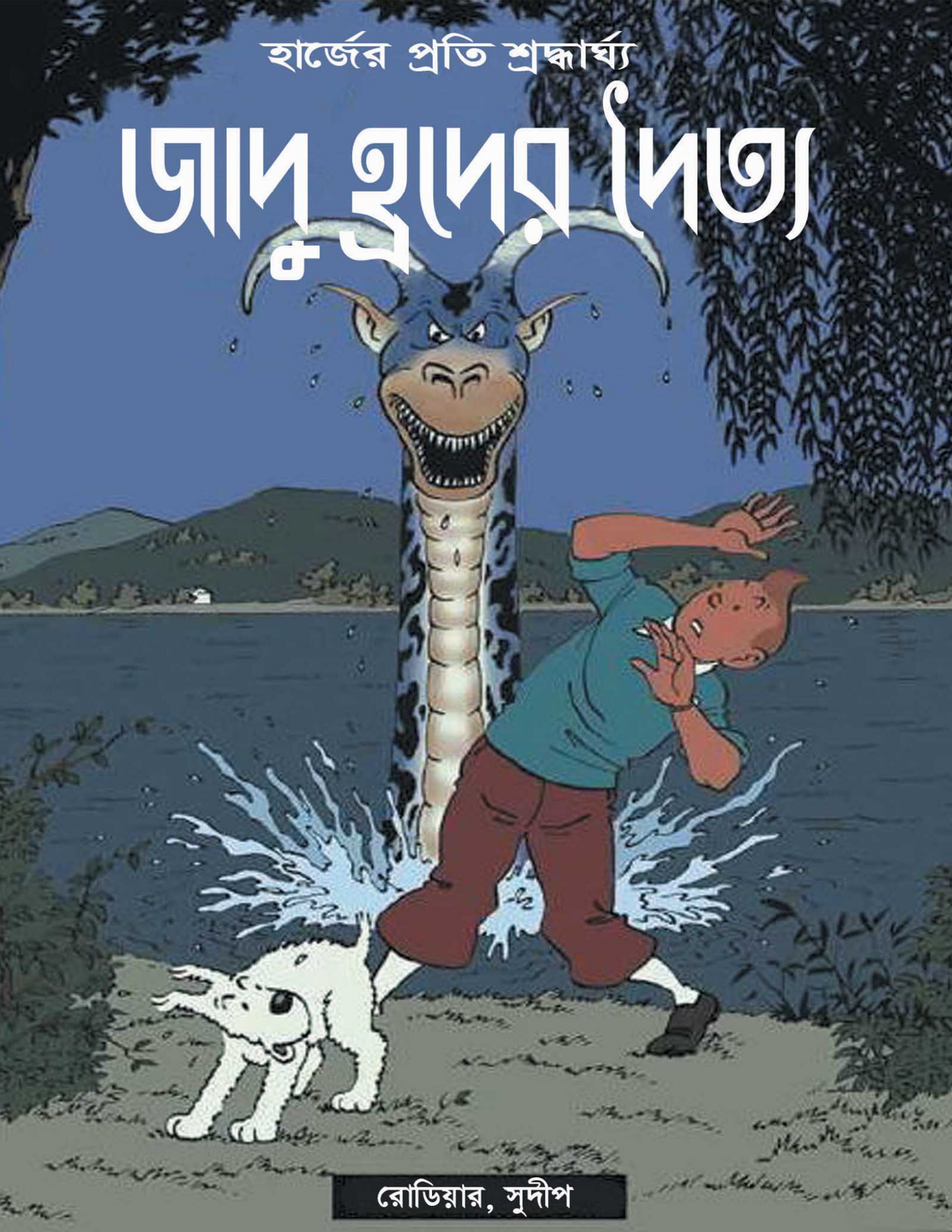

রোডিয়ার, সুদীপ

আহা! এখানেই তাঁবু খাটিয়ে ক'দিন থাকা যেতে পারে, কি বলিস কুট্টুস!

ইনি মনে হয় জমির মালিক। দেখা যাক কি রকম খাতির যত্ন মেলে . . .

খাঁড়ির পাশে জমিটায় তাঁবু ফেলে থাকতে চান?
না, না, আমার কোন আপত্তি নেই ।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, জনাব ।

মোটামুটি হয়েছে ।

চল কুট্টুস, কিছু খাবারদাবার কিনতে গ্রামে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে চললে তোকে একটা হাড্ডি কিনে দেব।
EPICERIE

এই যে দাদা, ডিম পাওয়া যাবে?

এক বোতল দুধ . . . দুটো টোম্যাটো . . .

আর হ্যাঁ, বড় দেখে একটা হাড্ডি ।
মাত্র একটা ! ধুস !

ওয়্যাঅ্যাও!
কুট্টুস ! ওখানে কি করছিলি ?
ওহ্ ! বুঝেছি, আপনার কুকুর কি দেখে ভয় পেয়েছে । এক মিনিট অপেক্ষা করুন । আমি এক্ষুনি আসছি ।
অ্যাঁ ? . . .
হালুম !
আশাকরি এই ছোট্ট রসিকতার জন্য কিছু মনে করেন নি ।
এই জাদুকরী দৈত্য কুকুরছানাদের ভয় দেখানোর জন্য একদম আদর্শ ।
জাদুকরী দৈত্য ?
হ্যাঁ . . . আমাদের অঞ্চলের এক প্রচলিত কিংবদন্তি . . .
এখান থেকে মিনিট দশেক দূরত্বে সুইজারল্যান্ড সীমানার উপর একটি হ্রদ আছে . . . জাদু হ্রদ . . . শোনা যায় ওই জাদু হ্রদে এই দৈত্যরা থাকে ।
এমনকি এও শোনা যায় যে এরা খাঁড়িপথ দিয়ে ওই হ্রদে নাকি যাওয়া আসা করে . . . যাক, আপনার জিনিসগুলো সব দিয়ে দিয়েছি । আর কিছু লাগবে ?
ওরে বাবা ! ওই খাঁড়ির পাশেই তো আমি তাঁবু ফেলেছি । তাহলে আমিও দেখতে পাব নিশ্চয়ই ।
দেখুন, এটা পুরোপুরি একটা লোকগাথা । এর কোনো ভিত্তি নেই ।
আমি জানি, এবার আমি মজা করছিলাম ।
এই মুন্ডুটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল । এক বন্ধুকে উপহার দিতাম । এটা কি বিক্রয়ের জন্য ?
অবশ্যই ! আমরা পর্যটকদের বিক্রির জন্যই এগুলি তৈরী করি ।
বসার ঘরে ফায়ারপ্লেসের ওপর এটা দারুন মানাবে । ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে ।

আঃ! ওই তো আমাদের মালিক ।
এই রে ! জাদু হ্রদের দৈত্যটাকে কোথা থেকে পেলেন ?
শেষটায় আপনিও!
এটা একদম সত্যিকারের দানবটার মত দেখতে ।
তাই নাকি ! আপনি নিজে দেখেছেন ?
হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! একদিন বিকেলে গ্রাম থেকে ফিরছিলাম । দেখলাম, আপনি যেখানটায় তাঁবু ফেলেছেন সেখানে খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে বড় বড় শিংওলা দানবটা সীতার কেটে হ্রদের দিকে যাচ্ছিল ।
দেখে তো লোকটাকে বেশ রাশভারী বলেই মনে হয় । ইনিও এসব গুলগাপ্পো করে গেলেন . . .
যা রটে তার কিছুটা তো বটে . . . কি বলিস , কুট্টুস ?
সেইদিন রাতে . . .
গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌
?
কুট্টুস !!
অনেক হয়েছে !
আস্তত দশবার তোর এই ফালতু ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। শেষপর্যন্ত কি ঘুমোতে যাবি ? বললাম তো কোনো দৈত্য টৈত্য নেই ।
আয় , নিজের চোখে দেখে যা , বাইরে কিছু আছে কি না !!!
?
!

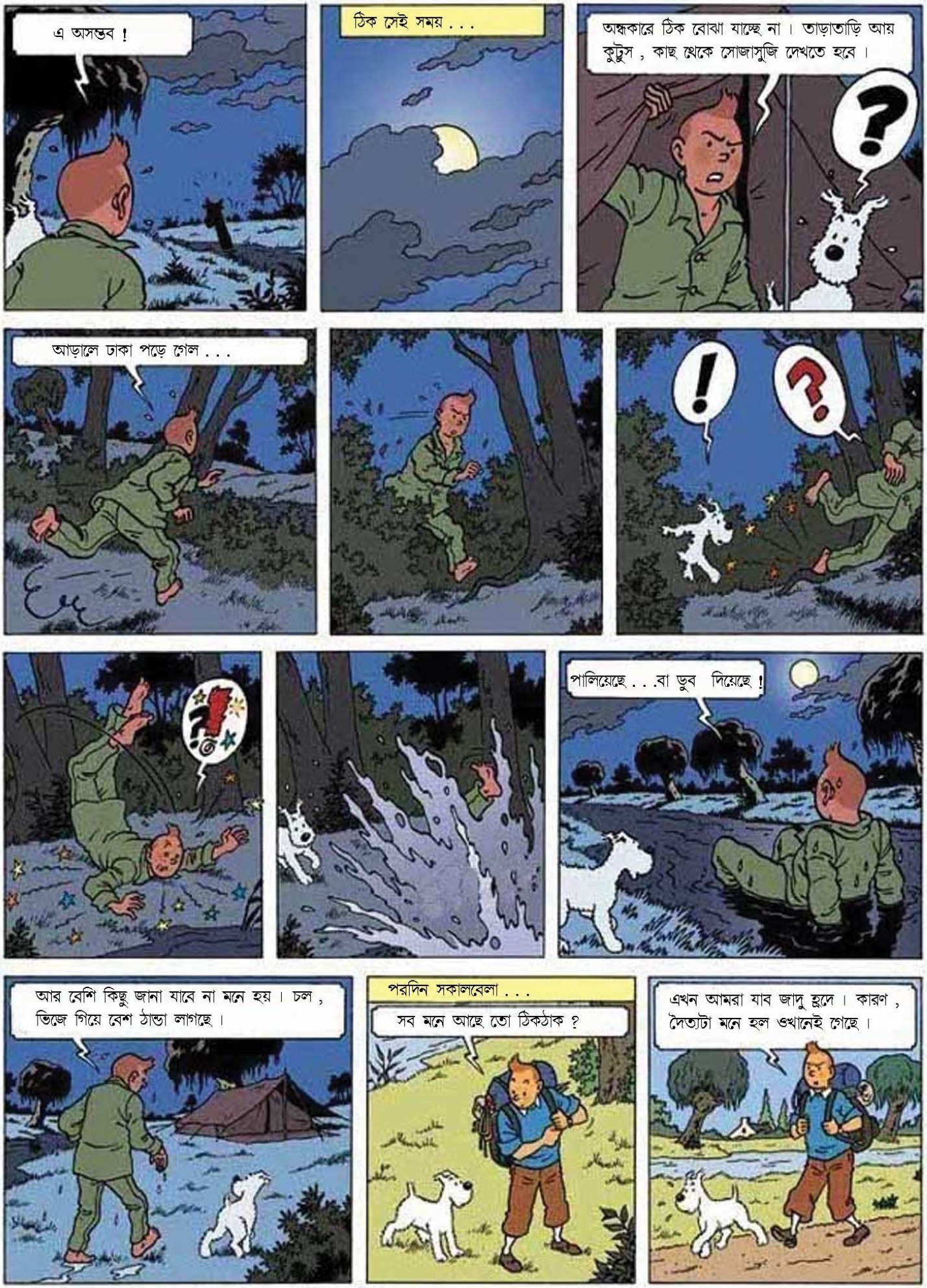
এ অসম্ভব !
ঠিক সেই সময় . . .
অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না । তাড়াতাড়ি আয় কুটুস , কাছ থেকে সোজাসুজি দেখতে হবে ।
?
আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল . . .
!
?
?!
পালিয়েছে . . .বা ডুব দিয়েছে !
আর বেশি কিছু জানা যাবে না মনে হয় । চল , ভিজে গিয়ে বেশ ঠান্ডা লাগছে ।
পরদিন সকালবেলা . . .
সব মনে আছে তো ঠিকঠাক ?
এখন আমরা যাব জাদু হ্রদে । কারণ , দৈত্যটা মনে হল ওখানেই গেছে ।

কিছুক্ষণ পরে . . .
জায়গাটা এত সুন্দর যে মনেই হয় না এখানে কোনো দৈত্যদানো থাকতে পারে ।
ওই দুরের পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছিস, কুটুস ? ওটা হল সুইজারল্যান্ড ।
আর এখানেই আমাদের খাঁড়ি হ্রদের মধ্যে পড়েছে . . .
এবং এইখানেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ।
সন্ধ্যাবেলা . . .
?
ব্লাব ব্লাব ব্লাব
ওয়্যাও !
কি . . .? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ?!
ভৌউউউ ! ভৌ !! ভৌ !!
ভৌউউউ ! ভৌউউ!!

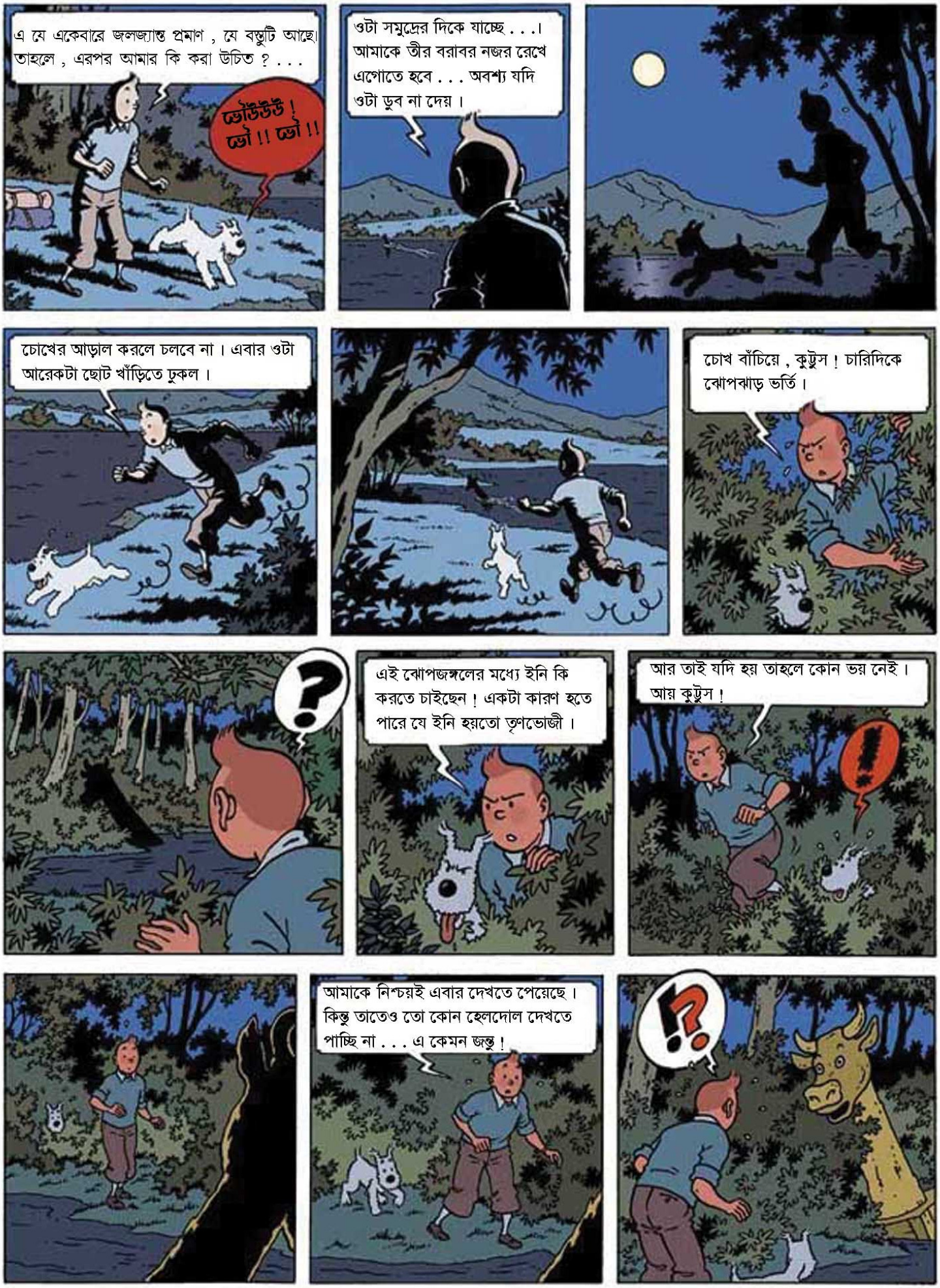
এ যে একেবারে জলজ্যান্ত প্রমাণ , যে বস্তুটি আছে। তাহলে , এরপর আমার কি করা উচিত ? . . .
ভৌউউউ ! ভৌ !! ভৌ !!
ওটা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে . . .। আমাকে তীর বরাবর নজর রেখে এগোতে হবে . . . অবশ্য যদি ওটা ডুব না দেয় ।
চোখের আড়াল করলে চলবে না । এবার ওটা আরেকটা ছোট খাঁড়িতে ঢুকল ।
চোখ বাঁচিয়ে , কুট্টুস ! চারিদিকে ঝোপঝাড় ভর্তি ।
?
এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ইনি কি করতে চাইছেন ! একটা কারণ হতে পারে যে ইনি হয়তো তৃণভোজী ।
আর তাই যদি হয় তাহলে কোন ভয় নেই । আয় কুট্টুস !
!
আমাকে নিশ্চয়ই এবার দেখতে পেয়েছে । কিন্তু তাতেও তো কোন হেলদোল দেখতে পাচ্ছি না . . . এ কেমন জন্তু !
!?

ওরে আর্নেস্ট , আমাদের ব্যাপারটা বোধহয় ফাঁস হয়ে গেল রে !
?
!
তাহলে ঠিক করে বলুন তো ব্যাপারটা কি ? চোরাচালান !
তা একরকম . . .
আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি , আমার কাছে অস্ত্র না থাকলেও নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি ।
সে তো ভাল কথা !
আচ্ছা . . . তাহলে ? ব্যাপারটা কি বলুন ? অস্ত্র ? না মাদক ? . . .
এসব কোনোটাই নয় ।
একটু দাঁড়ান , আগে এটাকে পাড়ে টেনে তুলি . . . নিজের চোখেই দেখে নেবেন . . . কি আছে এতে !
হুমম্ . . .
ধরুন ! আশাকরি মদে আপনার অরুচি নেই ! আর , এর স্বাদ একেবারে অমৃতের মতো ।
?
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না . . . এটা কি ধরনের হেঁয়ালি ?
আমি বলছি , যে গুহাটা থেকে আমরা বেরোলাম সেটা দেখলেন তো ?
ওটা আসলে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের একটা সুড়ঙ্গপথ . . . খুব কম লোকেই জানে এর কথা . . .
গুপীবাবু , এই পাশের গ্রামে থাকেন , তিনি আমাদের জন্য এই মদ তৈরী করে পাঠান । গ্রাম থেকে খাঁড়ির জলে ভেসে ভেসে এখানে চলে এলে আমরা তুলে নিই । পেটির ঢাকনা হিসেবে স্থানীয় কিংবদন্তি জাদু হ্রদের দৈত্যের ধারণাটা কিন্তু দারুণ . . .
আচ্ছা . . . তবে ব্যাপারটাও কিন্তু বেআইনি ।
ধুস্ ! আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি ? . . . আপনার আরেকটা বোতল লাগবে ?
হুম্ . . .
পরেরদিন . . .
ক্যাপ্টেনকে বলার মত একটা দারুণ গল্প পাওয়া গেল , কি বলিস কুট্টুস ? আর ক্যাপ্টেনই পারবে এই মদের বোতলদুটির সঠিক মূল্যায়ন করতে ।

RODIER-
D'APRÈS
HERGÉ

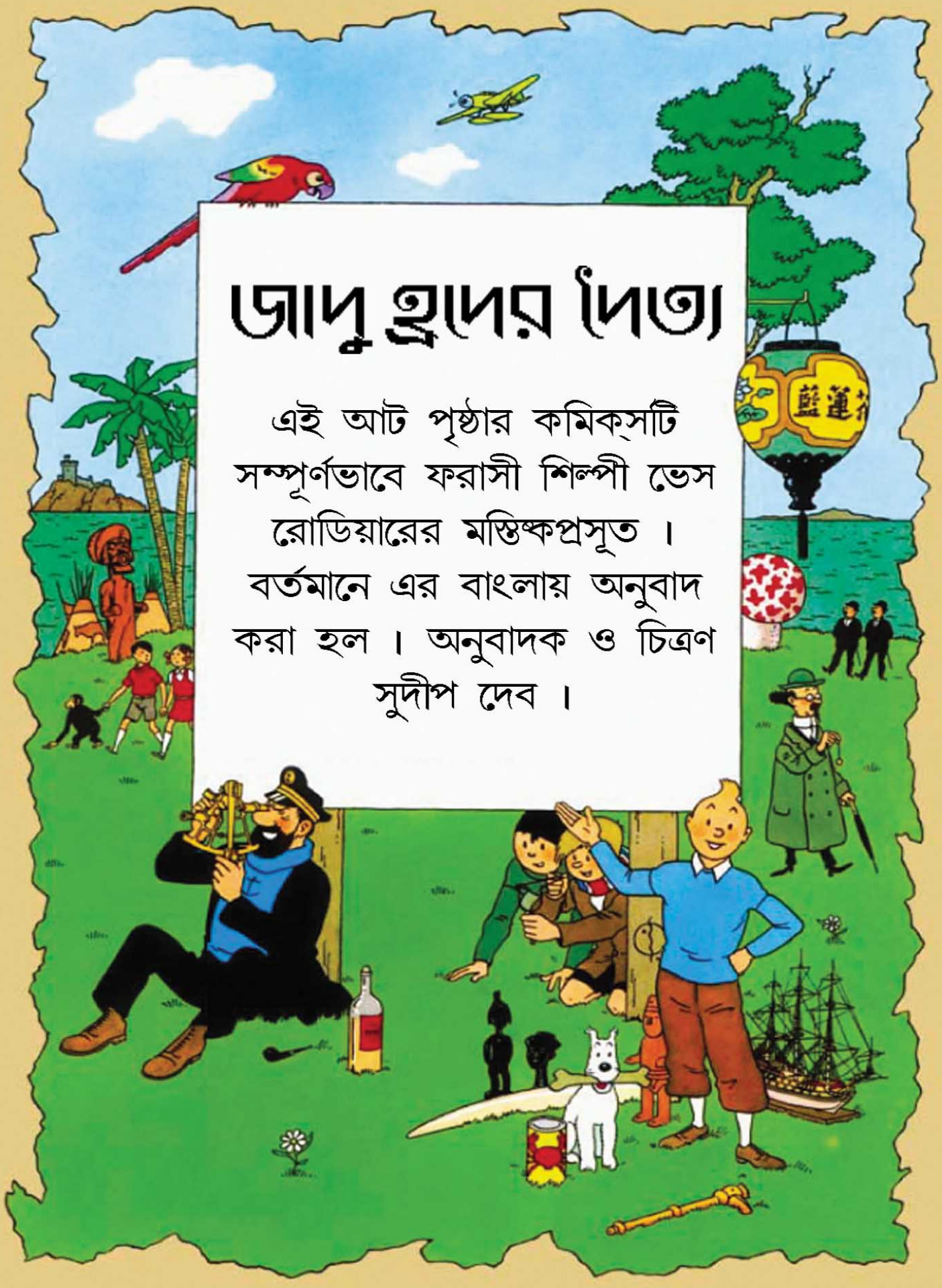

জাদু হ্রদের দৈত্য

এই আট পৃষ্ঠার কমিক্‌সটি সম্পূর্ণভাবে ফরাসী শিল্পী ভেস রোডিয়ারের মস্তিষ্কপ্রসূত । বর্তমানে এর বাংলায় অনুবাদ করা হল । অনুবাদক ও চিত্রণ সুদীপ দেব ।